দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নিকলীতে ১৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

■ নিকলী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার ১৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ ও সহকারী শিক্ষকের চারটি পদ শূন্য রয়েছে। এতে বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কার্যালয় সূত্র জানায়, উপজেলার ৫৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ সাত-আট বছর ধরে শূন্য রয়েছে। এছাড়াও ওই বিদ্যালয়গুলোতে চারটি সহকারী শিক্ষকের পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হলো: গোড়াদীঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব সিংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুলতানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধিওরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চেত্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাড়াবাজিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জারুইতলা ১নং কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম টেংগুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনমালীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ জাল্লাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাজনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাবশ্বরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আঠারবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ ছাতিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য গুরুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বগুরুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গতকাল বুধবার দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষক মোঃ হাছেন আলী জানান, বিদ্যালয়ে ছয়জন শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন চারজন। এর মধ্যে তাকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। গোড়াদীঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খায়রুল আলম বলেন, আমার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য প্রায় নয় বছর ধরে। এ কারণে ক্লাস রুটিনের নির্ধারিত ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। যে দিন দাপ্তরিক কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসতে হয় সেদিন রুটিনে থাকা আমার ক্লাস করা হয় না। কারণ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নেই। প্রতিমাসেই চার-পাঁচদিন এরকম হয়ে থাকে। অন্য যে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক নেই সেগুলোরও একই অবস্থা। নিকলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আবু তাহের ভূঞা বলেন, প্রতিমাসেই এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন পাঠানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে বলে সেখান থেকে আমাদেরকে জানানো হয়। কিন্তু নিয়োগ হয় না।